পারিজাত থিয়েটার্সের নিবেদন

জনতা রিলিজ

11-11-55

[redacted]

• চরিত্র - চিত্রণে •

কাবেরী বসু, সাবিত্রী চ্যাটার্জী, মলিনা দেবী,
রেণুকা রায়, অপর্ণা দেবী, রেবা বসু, নির্মল
কুমার, পাহাড়ী, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র,

সন্তোষ সিংহ, গঙ্গাপদ বসু, শিবকালি চট্টোঃ, শান্তি ভট্টাচার্য্য,
প্রীতি মজুমদার, ঋষি বন্দ্যোঃ, আশা, সন্ধ্যা, সুপ্রিয়া,
মীরা, বাবুয়া, মল্লিকা, বুলবুল ও আরও অনেকে।

পরিচালনা

চিত্ত বসু

সঙ্গীত-পরিচালক : **অনুপম ঘটক**

কাহিনী ও চিত্র-নাট্য : **বিজয় ভট্টাচার্য্য**

গীতকার : **প্রণব রায়**

দৃষ্টি

• গল্পাংশ •

জমিদারের ছেলে কল্যান আর দেওয়ানের মেয়ে মালতী পুতুলের সংসার পেতে খেলা করে।

দশ বছর বাদে দেখা যায় ছেলে-বেলার খেলার সাথী দুটি পরস্পরকে ভালোবেসেছে।

জমিদার দীননাথের আত্মমর্য্যাদায় ঘা লাগে। পুত্রের এই প্রেম-করে-বিয়ে-করার প্রস্তাব তিনি সমর্থন করেন না। ফলে, পিতা-পুত্রের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। মা গিরিবালার আশীর্বাদ মাথায়

নিয়ে, মালতীকে বিয়ে ক'রে কল্যাণ দূর দেশে চলে যায়। তার সঙ্গে যায় বৃদ্ধ ভৃত্য দয়াল - কল্যাণের শৈশবের সঙ্গী।

অভিমানী পিতা পুত্রকে মুখ ফুটে কিছু বলতে না পেরে ভেতরে-ভেতরে গুমরে শেষে কঠিন রোগে পড়েন। - কল্যাণ আর মালতী যখন আসে তখন দীননাথের মৃত্যু হয়েছে।

আবার নোতুন ক'রে সংসার পাতেন বিধবা গিরিবালা।

মালতীর একটি ছেলে হয়। - তাকে কেন্দ্র ক'রে সংসারের শান্তি কানায় কানায় ভ'রে ওঠে। অলক্ষ্যে থেকে বিধাতা হাসেন বোধহয়।

পূজার সময় কল্যাণকে স্ত্রী পুত্র ছেড়ে মহালে যেতে হয়। প্রতিমা বিসর্জন দেখতে গিয়ে অকস্মাৎ দুর্যোগ ঘনায় মালতীর জীবনে : ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে জলে ডুবে যায় মালতী।

শিশুপুত্রের মুখ চেয়ে, মা'র অনুরোধে নিজের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে কল্যাণকে আবার বিয়ে করতে হয় শেষ পর্যন্ত।

নোতুন বউ বকুলের সঙ্গে আসে তার মথুরা-দাসী মতির মা।

বকুল যদিও কল্যাণের পুত্র সম্পর্কে তার দায়িত্ব অস্বীকার করে না - কিন্তু নোতুন সংসারে স্বামীর পাশে সে তার অস্তিত্বও খুঁজে পায় না - স্বামীর সমস্ত অন্তর জুড়ে বসে আছে তার একমাত্র সন্তান। স্বামীর স্নেহ-ভালবাসা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে, মা না হ'য়েই শুধু মায়ের কর্তব্য করতে বকুলের মন বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে ; - তাতে আবার ইন্ধন জোগায় মতির মা।

সংসারের এই জটিলতা সহ্য করতে না পেরে গিরিবালা একদিন চলে যান বৃন্দাবনে।

শত চেষ্টা ক'রেও কল্যাণ বকুলকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তুলতে পারে না। অবজ্ঞাত শিশুপুত্রের লাঞ্ছনা দিন দিন বেড়েই চলে। - এবং শেষপর্যন্ত একদিন সীমাও ছাড়িয়ে যায়। মতির মা অসহায় শিশুকে অমানুষিক প্রহার ক'রে একটি ঘরে বন্ধ ক'রে রাখে।

কল্যাণ যখন সন্ধান পেলো তখন পুত্র তার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে!

আশা-নিরাশার আলো-আঁধারিতে কল্যাণ সারারাত শিশুপুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে ব'সে থাকে।

তারপর। . . . .

তারপরের ঘটনা যেমনি চিত্তচমকপ্রদ তেমনি হৃদয়দ্রাবী।

আগে থেকে ব'লে রেখে রস-ভঙ্গ করতে চাই না —

পর্দার গায়েই দেখুন। —

সঙ্গীতাংশ

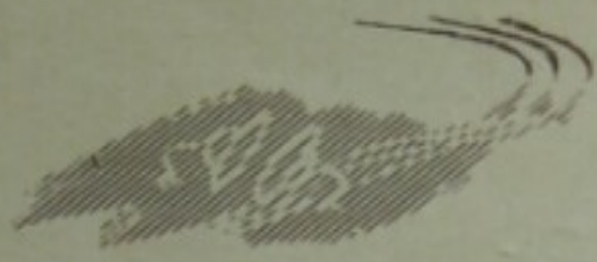

মালতী - কুহু
কুহু
কুহু
কুহু
বলে কুহু কুহু কোয়েলা
আর পিয়া পিয়া পাপিয়া
হা - হা - হা - হা
ছন্দে ছন্দে তাই মালা গেঁথে যাই
সুরে সুরে দোলে এ হিয়া
বলে কুহু কুহু কোয়েলা
আর পিয়া পিয়া পাপিয়া

কল্যাণ - এ কোন খুসীর তরঙ্গ আজ
সাত সাগরে জাগে - জাগে - জাগে
জীবন এত স্বপ্ন মধুর কে জানিত আগে

মালতী - এই আকাশে আর বাতাসে কি মায়া
ছড়ালো গো ও প্রিয়, ও প্রিয়
আজ আমার এ পরাণে কোন সুধা
ভরালো গো ও প্রিয়, ও প্রিয়

কল্যাণ - মন পবনের নৌকা মোদের
অজানা এক দেশে গো
ভালবাসার পাল তুলে আজ চলুক
ভেসে

মালতী - যে দেশে আর যে পথে রয় ফুল
ছড়ালো গো ও প্রিয়, ও প্রিয়
প্রাণে প্রাণে জাগে বসন্তেরই সুর
আবেশে নাচে মনের ময়ূর

কল্যাণ - আজ যত কথা মম সকলি হারায়
তোমারই দুটি আঁখির তারায়

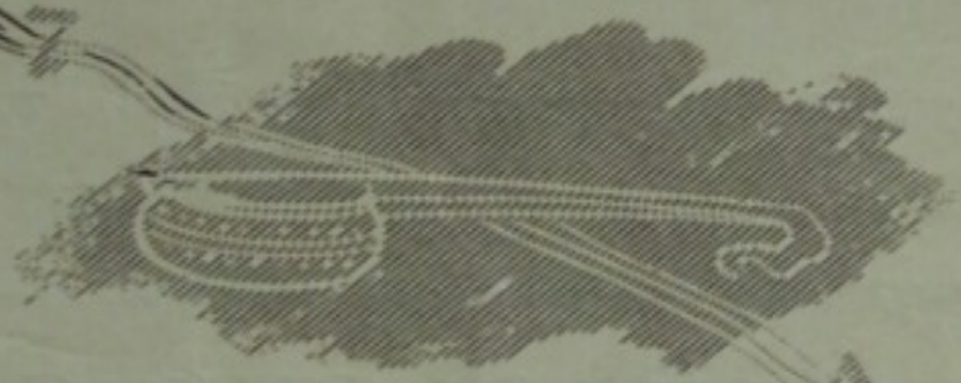

কল্যাণ মালতী -
আজ দুজনে গানে গানে মালা
পরালো গো
ও প্রিয় ও প্রিয়
এই আকাশে আর বাতাসে কি মায়া
ছড়ালো গো
ও প্রিয়, ও প্রিয়

ফুল বলে চাহি দুলিতে হিয়াতে
রূপ বলে চাহি মিশিতে প্রিয়াতে
(আহা) বাতায়নে নিরখি পিয়া মোর
এলো কি
দীপ হয়ে জ্বলে মন আশাতে
ফুল বলে
সদা হিয়া যারে পায়
কেন আঁখি তারে চায়
বল বল কোন পিয়াসায়
ফুল বলে . . . .
সে বিনা ফুল সাজ বিফলে যে যায়
গো
সে বিনা মণিহার সে কি শোভা
পায় গো
ফাগুন বলে তাই বঁধু এলো
কই
বেলা যে যায় শুধু পথ
চাওয়াতে ।

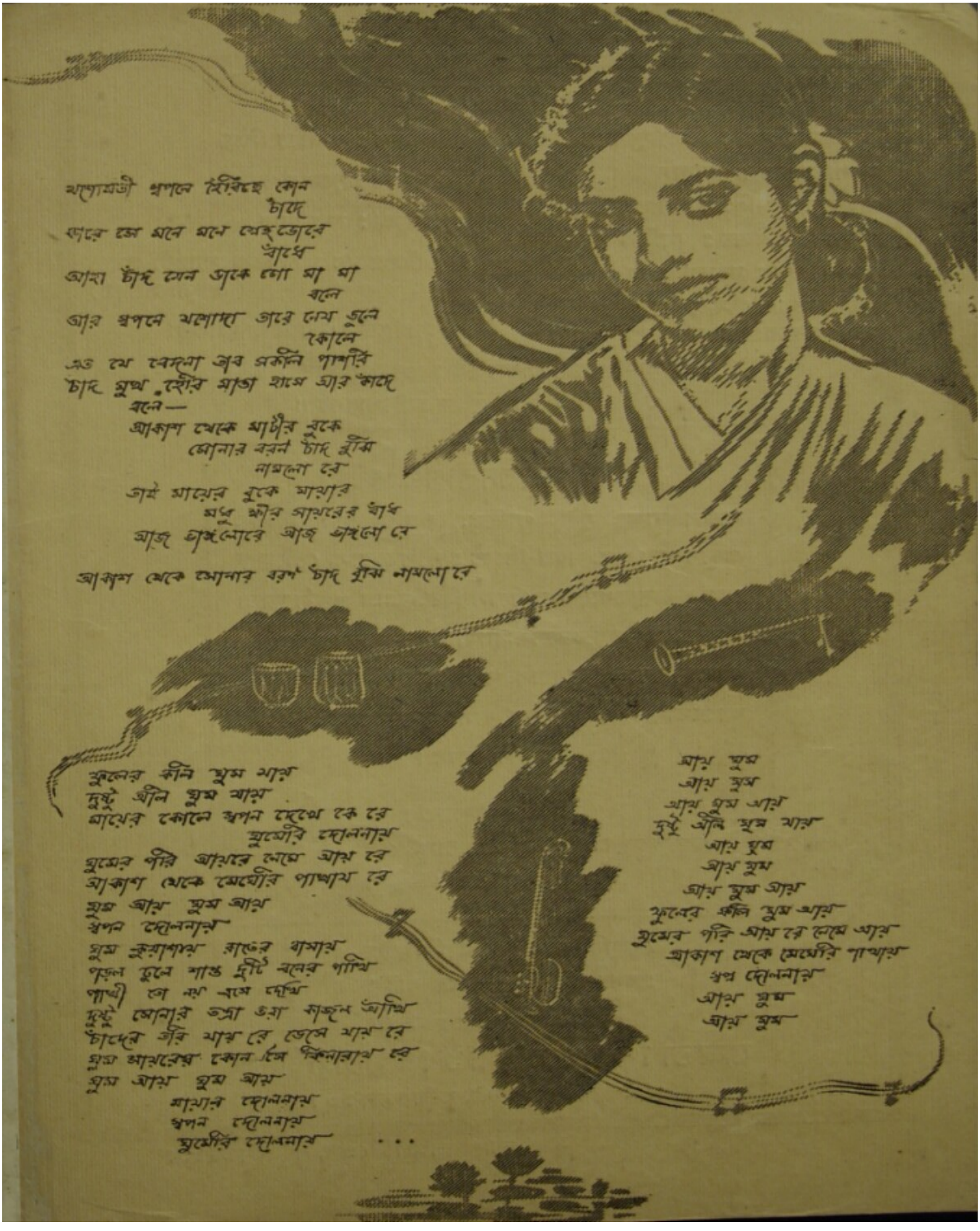

যশোমতী স্বপনে হেরিছে কোন
চাঁদে
তারে সে মনে মনে স্নেহডোরে
বাঁধে
আহা চাঁদ যেন ডাকে গো মা মা
বলে
আর স্বপনে যশোদা তারে নেয় তুলে
কোলে
ওই যে বেদনা তার সকলি পাশরি
চাঁদ মুখ হেরি মাতা হাসে আর কাঁদে
বলে—
আকাশ থেকে মাটীর বুকে
সোনার বরন চাঁদ তুমি
নামলো রে
তাই মায়ের বুকে মায়ার
মধু ক্ষীর সায়রের বাঁধ
আজ ভাঙলো রে আজ ভাঙলো রে

আকাশ থেকে সোনার বরণ চাঁদ বুঝি নামলো রে

ফুলের কলি ঘুম যায়
দুষ্টু অলি ঘুম যায়
মায়ের কোলে স্বপন দেখে কে রে
ঘুমেরি দোলনায়
ঘুমের পরি আয়রে নেমে আয় রে
আকাশ থেকে মেঘেরি পাখায় রে
ঘুম আয় ঘুম আয়
স্বপন দোলনায়
ঘুম কুয়াশায় রাতের বাসায়
পড়ল ঢুলে শান্ত দুটি বনের পাখি
পাখী সে নয় এসে দেখি
দুষ্টু সোনার তন্দ্রা ভরা কাজল আঁখি
চাঁদের তরি যায় রে ভেসে যায় রে
ঘুম সায়রের কোন সে কিনারায় রে
ঘুম আয় ঘুম আয়
মায়ার দোলনায়
স্বপন দোলনায়
ঘুমেরি দোলনায় . . .

আয় ঘুম
আয় ঘুম
আয় ঘুম আয়
দুষ্টু অলি ঘুম যায়
আয় ঘুম
আয় ঘুম
আয় ঘুম আয়
ফুলের কলি ঘুম যায়
ঘুমের পরি আয় রে নেমে আয়
আকাশ থেকে মেঘেরি পাখায়
স্বপ্ন দোলনায়
আয় ঘুম
আয় ঘুম

চিত্র গঠণে

চলচ্চিত্র শিল্পী : বিমল মুখোপাধ্যায়
সম্পাদনায় : রবীন দাস
শব্দানুলেখন-শিল্পে : সত্যেন চট্টোঃ
শিল্প-নির্দেশনায় : কার্তিক বসু
রূপ-সজ্জায় : মনতোষ রায়
ব্যবস্থাপনায় : সত্য বসু
স্টুডিও-ব্যবস্থাপনায় : দেবেশ ঘোষ

পট-শিল্পে : রামচন্দ্র সিন্ধে
দৃশ্য-সজ্জায় : সুবোধ দাস
কোষাধ্যক্ষ : শম্ভু ঘোষ
স্থির চিত্রগ্রহণে : স্টুডিও স্যাণ্ডরী-লা
(এড্না লরেঞ্জ)
যন্ত্র সংগীতে : ন্যাশনাল অর্কেষ্ট্রা

॥ প্রধান সহকারী-পরিচালক : গুরুদাস বাগচি ॥
॥ প্রধান কর্মসচিব : সুধীর চট্টোপাধ্যায় ॥

• সহকারীগণ •

পরিচালনায় : বুল্টু পালিত, অসীম রায় চৌধুরী, প্রদীপ দাশ গুপ্ত, চিত্র-শিল্পে : দীপক দাস, সৌম্যেন্দু রায়, শব্দানুলেখনে : দুর্গাদাস মিত্র, মৃণাল গুহ ঠাকুরতা সম্পাদনায় : মধু বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্প-নির্দেশে : শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যবস্থাপনায় : অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ গুহ, মহাদেব দাস, রূপ-সজ্জায় : পরেশ দাস, পঞ্চু দাস।

আলোক সম্পাতে :
প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, কেষ্ট চক্রবর্তী, অনিল পাল।

টেকনিসিয়ান ষ্টুডিও লিমিটেড্-এ
॥ আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে বাণীবদ্ধ ॥

• একমাত্র পরিবেশক •

জনতা পিকচার্স য়্যাণ্ড থিয়েটার্স লিঃ

১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩।

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কালকাতা-১৩।